তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
কোস্ট ট্রাস্ট

বিষয়: শিশু ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সুরক্ষা নীতিমালা

১. ভূমিকা:

অধিকারভিত্তিক সংগঠন হিসেবে কোস্ট ট্রাস্ট বিশ্বাস করে, জগতের সকল শিশুর পাশাপাশি অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার। কাজেই সংগঠন ও কমিউনিটির মধ্যে এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা কোস্ট ট্রাস্টের একটি অব্যাহত চেষ্টা। এই সংগঠনের আওতাধীন সকল স্থান বা পরিসর হবে শিশু এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য নিরাপদ। কোস্ট ট্রাস্টের কর্মীগণ তাদের জন্য নিরাপদ সমাজ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। কোস্ট ট্রাস্ট বিশ্বাস করে, সকল কর্মীর নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব হলো সমাজের ঐ সকল সহায়হীন মানুষের জন্য যথাযথ মর্যাদার সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২. মূলনীতিসমূহ:

এই সুরক্ষা নীতিমালার মূল বিষয়বস্তু যেসব দলিল থেকে উৎসারিত হয়েছে তা হচ্ছে– আন্তর্জাতিক সুরক্ষা মানদন্ড; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (UN CRPD) এবং এ বিষয়ে জাতিসংঘের অন্যান্য সম্মেলন; ১৯৭৯ সনে গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW); ১৯৯৯ সনের শিশু অধিকার (এবং এর ঐচ্ছিক প্রটোকল) সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন; যৌন হয়রানি ও শোষণ নির্মূল এবং শিশু বিষয়ক জাতিসংঘের সকল কনভেনশনের বিবৃতি; জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং অসহায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বাংলাদেশের আইনসমূহ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবিক কর্মকান্ড।

৩. আমরা বিশ্বাস করি:

৩.১ সকল শিশু ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে সুরক্ষা পাবার সমান অধিকার রয়েছে।
৩.২ শিশু ও অসহায় ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করা সকলেরই দায়িত্ব। আমাদের দায়িত্ব হলো শিশু, অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যাদের সাথে আমরা কাজ ও যোগাযোগ করি তারা বাইরের মানুষের দ্বারা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হন সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪. এই নীতিমালার উদ্দেশ্য:

৪.১ সংগঠনের সকল স্তরে শিশু এবং অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সকল ধরনের শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রকারের হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেয়া।
৪.২ শিশু এবং সমাজের সকল অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সংগঠনের কর্মীদের ভেতরে সচেতনতা তৈরি ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।
৪.৩ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেয়া ব্যক্তিদের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

৫. বিবিধ সংজ্ঞা:

৫.১ **শিশু:** আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার আইন অনুযায়ী আঠারো বছর বা তার নিচে যেকোন ব্যক্তিই শিশু বলে বিবেচিত হবে।

৫.২ **সুরক্ষা:** সুরক্ষা হলো সংগঠনের এমন একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করবে যে সংগঠনের কর্মীগণ, কার্যক্রম এবং কর্মসূচি দ্বারা কোনভাবেই শিশু এবং অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যেন কোনো ক্ষতি না হয় এবং ভবিষ্যতেও যেন ক্ষতির কারণ না হয়।

৫.৩ অসহায়/ ঝুঁকিতে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি: যার কোন নির্দিষ্ট পরিচর্যা, সহায়তা অথবা বিশেষ কোন যত্নের প্রয়োজন থাকে এবং কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা ব্যক্তি যেখানে তার অধীনতার কারণে তিনি দুর্ব্যবহার, অবহেলা বা ক্ষতির শিকার হলে তারা অসহায় প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। ১৮ বছর বয়সের উপরে যারা তারাও সংজ্ঞানুযায়ি অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৫.৪ যৌন নির্যাতন: শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যৌন কার্যকলাপে বাধ্য অথবা প্রলুব্ধ করা যা সে হয়ত ঠিকমতো বোঝেও না বা করতেও চায় না। এই যৌন কার্যকলাপের মধ্যে থাকতে পারে ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, মুখ দ্বারা সংঘটিত যৌনকর্ম, হস্তমৈথুন, চুমু খাওয়া, স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া বা ঘষা দেয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও শিশুদেরকে এসব যৌনকর্ম দেখানো বা তাদেরকে দিয়ে যৌনচিত্র নির্মাণ করা এবং অনৈতিকভাবে এ রকম করতে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

৫.৫ যৌন নিপীড়ন: শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে অর্থ, উপহার, খাদ্য, বাসস্থান, মমতা, মর্যাদা বা অন্যকিছুর (যা হয়তো তার বা তার পরিবারের প্রয়োজন) বিনিময়ে তাদেরকে যৌনকার্যে নিয়োজিত করা।

৫.৬ যৌন হয়রানি: অনভিপ্রেত যৌনসম্পর্কের দিকে অগ্রসর হওয়া, যৌন সুবিধা আদায়ের অনুরোধ করা এবং যৌন সংক্রান্ত মৌখিক আচরণ বা দৈহিক স্পর্শ করা।

৫.৭ অবহেলা করা এবং অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা: পরিস্থিতি, সম্পদ ও স্থান কাল ভেদে সাধারণত কোনো শিশুকে অবহেলা করা এবং অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা।

৫.৮ মানসিক নিপীড়ন: অবিরতভাবে কোনো ব্যক্তির সাথে আবেগজনিত দুর্ব্যবহার করা যার প্রভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিকভাবে ভালো থাকা তথা মানসিক স্বাস্থ্য বাধাগ্রস্ত হয়। মানসিক নিপীড়নের মধ্যে রয়েছে অধীনস্ত ব্যক্তির চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করা, মর্যাদা হানি করা, অপমান করা, বলপ্রয়োগ করা (সাইবার বুলিংও এর অন্তর্ভুক্ত), হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো, বৈষম্য করা, উপহাস করা অথবা অন্যান্য আচরণের মাধ্যমে অ-শারীরিক আক্রমণ।

৫.৯ বাণিজ্যিক শোষণ: কর্মক্ষেত্র বা অন্য কোন কাজে কোনো শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে অন্যের লাভের উদ্দেশ্যে ঠকানো বা শোষণ করা জোরপূর্বক শ্রম প্রদানে বাধ্য করাও বাণিজ্যিক শোষণের আওতায় পড়বে।

৫.১০ কর্মী: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থার সকল কর্মী, সেচ্ছাসেবী ও শিক্ষানবিশ।

৫.১১ সহযোগী: চুক্তিভিত্তিক ঠিকাদারগণ, যেমন- কনসালট্যান্ট, বোর্ডের সকল সদস্য, সকল অংশীদার, স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক অংশীদার এবং অতিথি ও দর্শনার্থীগণ।

৫.১২ আবেগজনিত দুর্ব্যবহার: কোন কর্মী যদি তার দায়িত্ব অবহেলা করেন তাহলে তার জন্য যদি তার তত্ত্বাবধায়ক কোন কিছু বলেন তাহলে তা আবেগজনিত দুর্ব্যবহারের আওতায় আসবে না।

৫.১৩ মর্যাদাহানি/অপমান করা/উপহাস করা: অন্যের সামনে যদি শিশু/প্রাপ্ত বয়স্ক অসহায় ব্যক্তি বা কোন কর্মী বা সদস্যকে বা সম্মান হানিকর কোন কথা বলা হয়। কিন্তু কোন কর্মী যদি তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বা দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন তাহলে তার তত্ত্বাধায়ক যদি কোন শক্ত কথা বলেন তবে তা মর্যাদা হানি/অপমান করা/উপহাস করা বুঝাবে না।

৫.১৪ বলপ্রয়োগ করা (সাইবার বুলিংও এর অন্তর্ভুক্ত): জোর করে যদি যৌন কর্মে বাধ্য করা হয় বা কোন ছবি বা অন্য কোন আপত্তিকর বিষয় সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

৫.১৫ হুমকি দেয়া/ভয় দেখানো: সংস্থার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে প্রথমবার উপদেশ, দ্বিতীয়বার মৌখিক সতর্কতা, তৃতীয়বার লিখিত সতর্কতা এবং পরবর্তীতে চাকুরি চলে যাওয়ার বিষয়টি বললে তা হুমকি দেয়া বা ভয় দেখানোর আওতায় পড়বে না।

৫.১৭ বৈষম্য করা: কোন কর্মী ভালো কাজ করলে তাকে যেমন প্রশংসা করতে হবে তেমনি কোন কর্মী ভালো কাজ না পারলে তত্ত্বাবধায়ক কাজ শেখানোর জন্য তাকে কটু কথা বললেও তা বৈষম্য করা বুঝাবে না।
৫.১৮ মানসিক যন্ত্রণা: সংস্থার দায়িত্ব পালনের জন্য কোন কর্মী যদি অন্য কর্মী বা সদস্যদের সাথে তা বাস্তবায়নের বা সম্পন্ন করার জন্য জোর করেন তবে তা মানসিক যন্ত্রণার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন উচু গলায় কথা বলা, ডেট লাইন দেয়া ইত্যাদি।

৬. প্রতিরোধ:

৬.১ ঝুঁকি নিরূপণ/ ঝুঁকি প্রশমন: কোস্ট ট্রাস্টের সকল কর্মকাণ্ড, কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঝুঁকি নিরূপণ পরিচালনা করা হবে (যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নিরাপত্তা ঝুঁকি, তাদের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি)। তার ভিত্তিতে ঝুঁকি প্রশমন কৌশল তৈরি করা হবে যা শিশু ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় প্রযোজ্য ঝুঁকিসমূহ হ্রাস করবে। পরবর্তীতে সেসব কৌশল সংস্থার কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিচালনা ও মূল্যায়নে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা হবে- যা শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

৬.২ নিরাপদ নিয়োগ ব্যবস্থা: কোস্ট ট্রাস্ট সংস্থার সকল স্তরে নিয়োগ ও বাছাই প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ মানদণ্ড প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। আবেদনকারীদের শিশুদের সাথে কাজ করার সক্ষমতা ও সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে তাদের জানাশোনা যাচাই করা হবে।

৬.৩ সুরক্ষা পরীক্ষা: যেমন পূর্ববর্তী কোনো আইনি সাজাপ্রাপ্তি সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি বা পুলিশী তল্লাশী (যদি থাকে) ইত্যাদির ব্যবস্থা আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে নিয়োগের সময় এ সংক্রান্ত সকল পক্ষের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশী তল্লাশী সম্ভব না হলে অন্যান্য যাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং তা আমলে নিতে হবে। পরিচয়ের দলিল যাচাই, যোগ্যতা বিষয়ক দলিলের সত্যতা যাচাই, পূর্বে কখনও সাজাপ্রাপ্ত হলে সে সম্পর্কে আত্ম-স্বীকারোক্তির অনুরোধ এবং ন্যূনতম দুইজন রেফারেন্স উল্লেখ করার পদ্ধতি প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।

৬.৪ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ: শিশু/ প্রাপ্ত বয়স্ক অসহায় ব্যক্তির সুরক্ষা নীতিমালা সকল কর্মীকে পড়ানো হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক অসহায় ব্যক্তি সুরক্ষার দায়িত্ব হিসেবেও তাদেরকে অবগত করাতে হবে।
শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক অসহায় ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকেও কোস্ট ট্রাস্টের সুরক্ষা বিষয়ক প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানানো হবে এবং তাদের কোনো শিশুর ব্যাপারে অভিযোগ থাকলে কী করতে হবে তাও তাদের জানানো হবে।

৬.৫ নিরাপদ কর্মসূচি প্রণয়ন: কোস্ট ট্রাস্ট তার কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রণয়নের সময়ই বিবেচনায় রাখবে তার বাস্তবায়ন যেন কোনো শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ঝুঁকিতে না ফেলে। সংগঠনের সকল লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের মধ্যে শিশু ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি নিহিত থাকতে হবে। সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পে এই বিষয়টি একটি ক্রসকাটিং বিষয় হিসেবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬.৬ যোগাযোগ- শিশুদের চিত্র প্রদর্শন ও তথ্যের ব্যবহার: স্থিরচিত্র বা ভিডিও উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য ও চিত্র ব্যবহারে আমাদের সর্বোচ্চ নীতি হবে শিশু ও তার পরিবার তথা কমিউনিটির মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা। এ বিষয়ে আমাদের যোগাযোগ নীতিমালাতে বিস্তারিত বলা আছে।

৬.৭ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (প্রযোয্য ক্ষেত্রে): এই সংগঠনটির নিজস্ব সামাজিক গণমাধ্যম নীতিমালায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্যের জন্য মর্যাদা হানিকর এমন কোন কিছুই সামাজিক গণমাধ্যমে পোস্ট করা যাবে না।

৭. অংশীদার:

অংশীদারদের সাথে চুক্তি হলে সেখানে অংশীদারিত্বের শর্ত হিসেবে লেখা থাকতে হবে-অংশীদার সংগঠনের সুরক্ষা নীতিমালা না থাকলে তাদেরকে কোস্ট ট্রাস্টের নীতিমালাকে অনুসরণ করতে হবে অথবা নিজেদের সুরক্ষা নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৮. অভিযোগ গ্রহণ, প্রতিবেদন ও সাড়া প্রদান:

কোস্ট ট্রাস্ট শিশু ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে অভিযোগ গ্রহণ করবে এবং নিশ্চিত করতে হবে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি যেন কোনোভাবেই ওই শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য নিপীড়নমূলক না হয়।

যদি কোন শিশু বা কিশোর বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আপনাকে বলে যে সে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বা হয়ে আসছে, তাহলে:
৮.১ শিশু বা কিশোর বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটি যা বলে শুনুন এবং মেনে নিন। বাড়তি তথ্যের জন্য তাকে চাপ দেবেন না।
৮.২ শিশু বা কিশোর বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটিকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানান এবং তাদের বলুন পরবর্তীতে কী ফলাফল হবে সেটাও আমরা তাদের জানাব।
৮.৩ অভিযুক্ত নির্যাতনকারীকে জেরা করা, তাকে বিষয়টি জানানো, প্রশ্ন করা বা মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকুন।
৮.৪ যা শুনেছেন তা প্রতিবেদনের মাধ্যমে সচেতনতার সাথে লিপিবদ্ধ করুন।

নির্যাতনের শিকার শিশু বা অসহায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তথ্য শুধু 'জানার প্রয়োজন আছে' এমন ব্যক্তিদের কাছেই হস্তান্তর করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা মারাত্মক শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অভিযোগের উদ্দেশ্যও খতিয়ে দেখা হবে।

৯. ব্যাপ্তি বা পরিসর

এই নীতিমালা সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও উপকারভোগীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০. অনুমোদনের তারিখ: ২২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৯১তম সভায় এ আচরণবিধি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

১১. নীতিমালার পরিবর্তন: সংগঠনের নীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ঘোষণা ইত্যাদির পরিবর্তন অনুযায়ী এই নীতিমালা ভবিষ্যতে যথারীতি পরিবর্তিত হতে পারে।

রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
কোস্ট ট্রাস্ট

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

বেগম শামসুন নাহার
চেয়ারপার্সন
বোর্ড অব ট্রাস্টি
কোস্ট ট্রাস্ট

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust